

# ইসলামী আদাব

মূল

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আশেক-ইলাহী বুলন্দশহরী রহ.

জন্ম : ১৩৪২ = মৃত্যু : ১৪২২ হিজরী

অনুবাদ ও সংযোজন

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ মা'রুফ

ফাযেল : দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারত

উলূমুল হাদীস, মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা

সদস্য : দারুত তাসনীফ-মাকতাবাতুল আশরাফ, ঢাকা



সাবিতাবাণ্ডুল আসবাত

দ্বীনী গ্রন্থের আস্থার ঠিকানা

ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন : ৮৮-০২-৯৫৮৯৩০৮, ০১৭১২-৮৯৫৭৮৫

## লেখকের ভূমিকা

নববী আদর্শের গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব এবং আমাদের দুঃখজনক অবহেলা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ  
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ:

রাসূলে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমনিভাবে ঈমান-ইবাদাত ও যাবতীয় আহকামের মুআল্লিম (শিক্ষাদাতা) ছিলেন, তেমনি মহৎ চরিত্র ও উন্নত আদবকায়দারও মুআল্লিম ছিলেন। এ সকল কিছুর শিক্ষা তিনি মৌখিকভাবে যেমন দান করেছেন, কর্মের মাধ্যমেও তা বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন।

এভাবে মৌখিক ও প্রায়োগিক উভয় মাধ্যমেই তিনি উম্মতের তা'লীম ও তারবিয়াত করেছেন। তাঁর পুরো জীবনই তা'লীম ও তারবিয়াতের এক স্বচ্ছ প্রজ্জ্বাল আয়না।

জন্ম থেকে মৃত্যু-অবধি জীবনকে কিভাবে পরিচালিত করা হবে, ব্যক্তি ও সমাজ পরিসরে নিজের পরিবেশ প্রতিবেশকে কেমন আখলাক ও আদাবের সাজে সজ্জিত করা হবে—তার পূর্ণাঙ্গ নির্দেশনা রয়েছে তাঁর মহান জীবনে, হাদীস ও সীরাতের অধ্যয়নসমূহে।

বর্তমানকালে সাধারণ মানুষ নামায-রোযাকে কিছু হলেও গুরুত্ব দেয়, পড়ার চেষ্টা করে। কিন্তু আদবকায়দা ও আখলাক-চরিত্রের দিকটির প্রতি সেইটুকুও গুরুত্ব দেয় না; কোনো ক্রক্ষেপই নেই এর প্রতি মানুষের।

অথচ মানুষ ও মানবতার মহান শিক্ষক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অন্যান্য বিষয়ের যেকোন গুরুত্বের সঙ্গে শিক্ষা দান করেছেন, আদব-আখলাকের শিক্ষাও দান করেছেন অত্যন্ত গুরুত্বের

সঙ্গে। যেই আদবগুলি মূলত মানবপ্রকৃতিরও একান্ত অনুকূলে। প্রকৃতিই দাবি করে মানব এগুলিকে গ্রহণ করবে এবং জীবনে তা বাস্তবায়ন করবে।

প্রকৃতির সেই দাবি ও আনুকূল্য উপেক্ষা করে যেসকল লোক নিজের ব্যবহারিক জীবনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রীতি ও পন্থাকে অবলম্বন করে না এবং পানাহার, চালচলন, শয়ন-জাগরণ ও পোশাক-আশাকে নববী নির্দেশনাবলীকে আমলে নেয় না, তাদের জীবন মনুষ্যত্ব থেকে দূরে এবং পশুত্বের খুব কাছাকাছি হয়, যার চিত্র বাস্তবজীবনে প্রায়ই দৃষ্টগোচর হয়।

\* \* \*

অধম হাদীসের গ্রন্থসম্ভার থেকে চয়ন করে সংক্ষিপ্তাকারে ইসলামী আদবসমূহের একটি সংকলন তৈরি করেছি, যা এখন আপনাদের হাতে। খুবই সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা। সহজে রপ্ত করার মতো। প্রত্যেক ঘরে ঘরে এটি থাকা উচিত। ছেলে-মেয়েদের তা মুখস্ত করিয়ে দিন। ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্যসিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করুন।

আদবগুলির ওপর নিজেও আমল করুন, ছোটদেরও আমলে অভ্যস্ত করুন। তা অনুযায়ী তাদের আমল না হলে সতর্ক করুন।

তাদের অনুপ্রাণিত করুন এগুলি মুখস্থ করা পর্যন্তই যাতে তারা সীমাবদ্ধ না থাকে, বরং আমলে পরিণত করার মাধ্যমে স্থায়ীভাবে স্মরণ রাখারও ব্যবস্থা করে।

\* \* \*

বর্তমানকালের মুসলমান আহার-বিহার, পোশাকআশাক ও জীবনের যাবতীয় রীতিনীতিতে ইউরোপ-আমেরিকার কাফেরদেরকে অনুসৃতরূপে গ্রহণ করে নিচ্ছে। আল্লাহবিস্মৃত ওই লোকগুলোর যে রীতিই প্রকাশ্যে আসে, সঙ্গে সঙ্গে এরা তা গ্রহণ করে চলে এবং বড় উৎসাহ, এমনকি নিবেদনের সঙ্গে তার পেছনে ছোটা আরম্ভ করে।

[চার]

বড় অদ্ভূত কথা! তারা কিনা ঈমান এনেছে সর্দারে-দোজাহান মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি, আর অনুকরণ করে নাস্তিক ও খৃষ্টানদের রীতি-নীতির!

অনেকের তো এই অতিরঞ্জনও রয়েছে যে, আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনরীতি অবলম্বন করাকে তারা দৃষণীয় জ্ঞান করে। ভাবে—নবীর সুন্নাত মতে চললে লোকে মন্দ বলবে; তিরস্কারের তির ছুঁড়বে—‘অমুক বড় সেকেলে প্রকৃতির মানুষ, মডার্ন নয়’।

আল্লাহু আকবার! এ কত নির্বুদ্ধিতার চিন্তাভাবনা!!

আহা, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাত অনুসরণ করার দরুন যদি ইসলামবিদেষী কেউ কিছু বলেও, তাতে কী যায়-আসে? আমরা তো যাঁর প্রতি ঈমান এনেছি তাঁর আঁচলের সঙ্গেই সম্পর্কযুক্ত রয়েছি। তিনিই তো আমাদের ‘আকা’—আমাদের মুরুব্বী। আমরা তাঁরই জীবনরীতিকে পছন্দ করি। তাঁর বেশভূষা, পোশাকপরিচ্ছদ এবং তাঁর পূর্ণাঙ্গ জীবনপদ্ধতিই আমাদের ইউনিফর্ম। আমরা একান্ত তাঁর জন্যে। তিনি আমাদের জন্যে।

নিজের এমন মহান মনিব ও মুরুব্বীর অনুসরণে অসম্মান বোধ করা চরম হীনম্মন্যতা ও নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক।

কুরআন মাজীদের এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ<sup>ط</sup>

وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ⑤

অর্থ : (হে নবী! মানুষকে) বলে দাও, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবেসে থাক, তবে আমার অনুসরণ কর, তাহলে আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।<sup>১</sup>

১. সূরা আলে ইমরান (৩), আয়াত ৩১

উক্ত আয়াতের বার্তা হচ্ছে— রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ মোতাবেক জীবনযাপন করলে বান্দা আল্লাহর প্রিয়পাত্রের পরিণত হয়।

আল্লাহর দরবারে প্রিয় ও মাকবুল হওয়াই তো আমাদের সাধনা। আমাদের পরম আরাধনা। আমাদের সৌভাগ্য ও সফলতাই নিহিত আমাদের মনিবের অনুসরণে। কর্মের মাধ্যমে তাঁর গোলামির স্বাক্ষর স্থাপনে।

\* \* \*

আল্লাহ তা‘আলার কিতাব ‘আল কুরআনুল কারীম’-এর অবতরণ এবং তাঁর রাসূল রহমাতুললিল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমনের প্রায় দেড় হাজার বছর হতে চলেছে। আমাদের দ্বীন ও ঈমান—কুরআন ও কুরআনের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গেই সম্পৃক্ত। দুটোই পুরাণ। কাজেই আমরাও এ অর্থে পৌরাণিক ও অতীতমুখী হবো—এতে দৃষ্ণীয় কী আছে?

আখের, অন্যান্য জাতিও তো তাদের আচারপ্রথা, বেশভূষা ও সাজ-সজ্জায় নিজেদের গুরুজনের অনুকরণ করে। তাতে তো তারা কোনোরূপ অমর্যাদা বোধ করে না। বরং গর্বচিন্তে নিজ ধর্মীয় নিদর্শন অবলম্বন করে চলেছে। গুরুদের মৃতস্মৃতি পুনরুজ্জীবিতকরণে উঠে পড়ে লেগেছে।

অথচ তারা যাদের মান্য করে, বিশ্বাস করে, তাদের অনেকই পৃথিবীতে আগমনের বিবেচনায় আমাদের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরও বহু পূর্বকার মানুষ। তা সত্ত্বেও তাদের অনুসারীরা ‘সেকেলে’ ও ‘প্রাচীনপন্থী’ হলো না, কেবল আমরাই বুঝি সেকেলে হই!?

একটু তো ভাবুন! আমাদের সমস্যাটা কোথায়? কেন আমরা আমাদের প্রিয় মনিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনপদ্ধতির পরিবর্তে দুশমনদের রীতিনীতি শিখছি, অবলম্বন করছি?

\* \* \*

[ছয়]

যারা আখেরাতে সম্মানিত মর্যাদান্বীত ও সাফল্যমণ্ডিত হবার ভাবনা রাখে, তাদের একান্ত কামনা ও সাধনা থাকে যেন আখেরাতে হুজুরে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামাতে তাদের গণ্য করে নেওয়া হয় এবং যেন এর কল্যাণে সে জগতের লাঞ্ছনা থেকে চিরমুক্তি লাভ করে। কেননা সবচেয়ে বড় লাঞ্ছনা আখেরাতের লাঞ্ছনা।

তা থেকে বাঁচার জন্যে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শের সঙ্গে যুক্ত থাকার কোনো বিকল্প নেই। যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমস্ত নবীগণ আলাইহিমুস সালামের সর্দার, দোজাহানের বাদশাহ।

তঁার প্রতি জানাই অসংখ্য দরুদ ও সালাম।

প্রিয় মুসলমানগণ! আপনাদের মহান নবীর সুল্লাত ও আদর্শের প্রতি প্রাণোৎসর্গিত হোন। দুনিয়ার অজ্ঞ মূর্খদের চোখে সম্মানিত হবার চিন্তায় আখেরাতের উচ্চ মর্যাদাকে বিস্মৃত হবেন না। বস্ত্রত আখেরাতের লাঞ্ছনা ও অপদস্থতা বড়ই মারাত্মক, চরম নিকৃষ্ট।

إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتِطَعْتُ ۗ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ۗ  
عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

(‘নিজ সাধ্যমত সংস্কার করা ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্য আমার নেই। আর আমি যা-কিছু করতে পারি, তা কেবল আল্লাহর সাহায্যেই পারি। আমি তঁারই উপর নির্ভর করেছি এবং তঁারই দিকে (প্রতিটি বিষয়ে) রুজু হই।’)

বান্দা

মুহাম্মাদ আশেক ইলাহী বুলন্দশহরী

আফাল্লাহু আনহু

৪ই রজব ১৩৯৫ হিজরী

## নোট

পুস্তিকায় উল্লিখিত আদবগুলি সংকলনের ক্ষেত্রে যে নীতি অবলম্বন করা হয়েছে তা এই—

যা-কিছুই লিপিবদ্ধ হয়েছে তা হাদীসেরই অনুবাদ । কোনোটি উক্তিগত হাদীস, আর কোনোটি কর্মগত ।

প্রতিটি হাদীসের উদ্ধৃতি উল্লেখ করা হয়েছে হাদীস শেষ হবার পর । কোনো কোনো হাদীসে একাধিক আদব বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোকে ভিন্ন ভিন্ন ক্রমিকে উল্লেখ করার পর সবক'টির উদ্ধৃতি একসঙ্গে পরে দেওয়া হয়েছে ।

(অনুবাদে উৎসগ্রন্থের পাশাপাশি হাদীসের নম্বরও প্রদত্ত হয়েছে ।)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

## খাওয়া ও পান করার আদাব

রহমাতুললিল আলামীন (বিশ্ব জগতের মূর্ত রহমত), সৃষ্টিকুলের গৌরব, আহমাদ মুজতাবা, মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

১. খাবারের বরকত খাওয়ার আগে ও পরে ওযু (অর্থাৎ হাত ধৌত করা ও কুলি) করার মধ্যে।<sup>২</sup>
২. বিসমিল্লাহ বলে খাও।
৩. ডান হাতে খাও।
৪. নিজের পাশ থেকে খাও। (অর্থাৎ পাত্রের সর্বত্র হাত ঘুরিও না। বরং নিজের দিক থেকে খাও।)<sup>৩</sup>
৫. বাম হাতে কখনোই খাবে না ও পান করবে না। কেননা বাম হাতে খায় ও পান করে শয়তান।<sup>৪</sup>
৬. যে ব্যক্তি কোনো পাত্রে খাবার খায়, অতঃপর তা পরিষ্কার করে রাখে, সেই পাত্র তার জন্য মাগফেরাতের দোয়া করে।<sup>৫</sup>
৭. হাত থেকে খাদ্যের লোকমা পড়ে গেলে তা উঠিয়ে নেবে এবং তাতে কোনো ময়লা থাকলে পরিষ্কার করে নেবে। তারপর তা খেয়ে নেবে। শয়তানের জন্য রেখে দেবে না।

২. সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৩৭৬১

৩. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৩৭৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২০২২

৪. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২০১৯

৫. জামে তিরমিযী, হাদীস নং ১৮০৪

এবং যখন খাবার থেকে ফারেগ হবে হাত ধোয়ার পূর্বে আঙুলগুলো চেটে খাবে। কেননা তোমাদের জানা নেই খাবারের কোন অংশে বরকত রয়েছে।<sup>৬</sup>

৮. পাত্রের মধ্যখান থেকে খেয়ো না; প্রান্ত থেকে খাও। কেননা মধ্যখানে বরকত নাযিল (অবতীর্ণ) হয়।<sup>৭</sup>
৯. পরস্পর একসঙ্গে মিলে খানা খাও এবং আল্লাহর নামে খাও। এতে তোমাদের জন্য বরকত রাখা হবে।<sup>৮</sup>
১০. যখন খাবার খেতে যাবে, জুতা খুলে রাখবে। তাতে তোমাদের পায়ে স্বস্তি ও আরাম অনুভূত হবে।<sup>৯</sup>
১১. উটের ন্যায় এক নিশ্বাসে পান করো না। বরং দুই বা তিন নিশ্বাসে পান কর।
১২. যখন পান করবে, বিসমিল্লাহ বলবে এবং পান শেষে যখন পাত্র থেকে মুখ সরাবে, আলহামদুলিল্লাহ বলবে।<sup>১০</sup>
১৩. যে ব্যক্তি (পানি বা অন্য কোনো পানীয়) পরিবেশন করবে, সে সকলের পরে পান করবে।<sup>১১</sup>
১৪. একদা হুজুর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমীপে খাবার আনা হলো। তখন তিনি হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ রাদিয়াল্লাহু আনহাকে তা থেকে খেতে বললেন। তিনি জানালেন, এ মুহূর্তে চাহিদা নেই। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ক্ষুধা ও মিথ্যাকে একত্র করো না।<sup>১২</sup>  
(অর্থাৎ ক্ষুধা থাকার সত্ত্বেও শুধু সৌজন্যের খাতিরে এটা বলো না যে, চাহিদা নেই।)

---

৬. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২০৩৩

৭. সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৩৭৭৩

৮. সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৩৭৬৪

৯. সুনানে দারেমী, হাদীস নং ২১২৫

১০. জামে তিরমিযী, হাদীস নং ১৮৮৫

১১. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৬৮১

১২. সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৩২৯৮

১৫. যখন শুরুয়া পাকাও, তাতে পানি বেশি পরিমাণে দাও এবং প্রতিবেশীকে স্মরণে রাখো।<sup>১৩</sup>

অর্থাৎ তাদেরকে হাদিয়াস্বরূপ তরকারি পাঠাও। তা পাঠাতে সহায়ক হবে যদি তোমরা পানি একটু বেশি করে দাও। তরকারিতে পানি বেশি দেওয়ার দ্বারা তোমাদের প্রতিবেশীরাও পেতে পারে তরকারির একটি অংশ।

১৬. রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো টেবিলে ও ছোট ছোট পেয়ালায় খাবার খাননি। তিনি এবং তাঁর সাহাবীগণ সর্বদা দস্তুরখানে খাবার খেতেন।<sup>১৪</sup>

১৭. হুজুরে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, একজন মানুষের খাবার দু'জন মানুষের জন্য, দু'জনের খাবার চারজনের জন্য এবং চারজনের খাবার আটজনের জন্য যথেষ্ট হওয়া উচিত।<sup>১৫</sup> অর্থাৎ এভাবে কাজ চলতে পারে এবং খাদ্যপ্রয়োজন মিটতে পারে। অতএব কোনো মেহমান কিংবা প্রয়োজনগ্রস্ত এসে গেলে সংকীর্ণমনা হবে না; বরং খুশি ও উদারমনে শরীক করে নেবে।

১৮. যদি কয়েকজন লোক একত্রে খেজুর খেতে বসে, তাদের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কেউ যেন এক লোকমায় দুই খেজুর না নেয়, যতক্ষণ না সঙ্গীদের থেকে তার অনুমতি নেবে।<sup>১৬</sup>

প্রকাশ থাকে যে, খেজুরের ন্যায় অন্য যে জিনিসই একত্রে মিলে খাওয়া হবে তার ক্ষেত্রেও এই বিধান। সেখানেও অন্য অংশীদারদের অনুমতি ব্যতীত এক বারে বেশি করে নেওয়ার ও ভোগ করার বৈধতা নেই।

১৩. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৬২৫

১৪. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৪১৫

১৫. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২০৫৯

১৬. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৪৪৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২০৪৫

১৯. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি পেঁয়াজ বা রসুন খাবে, সে যেন (দুর্গন্ধ যাওয়া পর্যন্ত) মসজিদ থেকে দূরে থাকে। অথবা বলেছেন—সে যেন নিজ ঘরে বসে থাকে।<sup>১৭</sup>
২০. আহারের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলো। শুরুতে ভুলে গেলে যখনই স্মরণ হবে তখন بِسْمِ اللّٰهِ اَوْلٰئِكَ وَ اٰخِرُهُ পড়ে নেবে।<sup>১৮</sup>
২১. হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি এমতাবস্থায় রাত্রি যাপন করল যে, তার হাতে (তেল-চর্বি প্রভৃতি) কোনো কিছু লেগে ছিল, যা সে ধুলো না, অতঃপর সেই কারণে কোনো কষ্টে আক্রান্ত হলো (যেমন বিষাক্ত কোনো কীট দংশন করল) তাহলে সে যেন নিজেকেই ভর্ৎসনা করে।<sup>১৯</sup>

(কেননা সে তার নিজেরই অলসতা ও উদাসীনতার ফলে এ কষ্ট পেল।)

২২. একদা হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরাতন কিছু খেজুর খাচ্ছিলেন আর তা থেকে খুঁজে খুঁজে পোকা ছাটাই করে ফেলছিলেন।<sup>২০</sup>

এ থেকে বুঝা গেল পোকা-সহ খেজুর কিংবা যে-কোনো ফল বা শস্য খাওয়া জায়েয নেই। বরং পোকা ফেলেই খেতে হবে।

(আরও বুঝা যায়, শুধু পোকা হবার কারণে কোনো খাদ্য সমূলে ফেলে দেওয়া ঠিক নয়। পোকা ফেলে দিয়ে তা সহজেই খাওয়া যেতে পারে যদি আমাদের নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেতে পারেন। —অনুবাদক)

১৭. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৩৫৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫৬৪

১৮. জামে তিরমিযী, হাদীস নং ১৮৫৮

১৯. জামে তিরমিযী, হাদীস নং ১৮৫৯, ১৮৬০

২০. সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৩৮৩২

২৩. হুজুর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তোমাদের কারও (খাবারের) পাত্রে মাছি পড়বে তখন (পাত্রে যা-কিছু আছে, যেমন : শর্করা, দুধ, চা ইত্যাদি) তাতে মাছিকে পরিপূর্ণ ডুবিয়ে দেবে, অতঃপর তা (উঠিয়ে) ফেলে দেবে। কেননা তার এক ডানায় থাকে রোগনিরাময়, অপর ডানায় রোগজীবাণু।<sup>২১</sup>

এক বর্ণনায় এসেছে— তার এক ডানায় থাকে বিষ। অন্য ডানায় প্রতিষেধক। সে বিষযুক্ত ডানা বাড়িয়ে দেয়, আর প্রতিষেধকযুক্ত ডানাকে আগলে রাখে।<sup>২২</sup>

অন্য বর্ণনায় আছে— সে তার রোগবাহী ডানা দ্বারা আত্মরক্ষা করে। (অর্থাৎ সুস্থতাবাহী ডানাকে আগলে রাখতে চায়। অতএব সেটিকে তোমরা ভালোভাবে ডুবিয়ে দাও। যাতে রোগের নিরাময় হয়ে যায়।)<sup>২৩</sup>

#### ফায়দা :

এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোগের চিকিৎসাস্বরূপ বাতিয়েছেন। সেই খাবার খেয়ে নেওয়ার কথা এখানে বলেননি। সুতরাং রুচিতে না ধরলে না খাবে।

২৪. নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অতিভোজনকে অপছন্দ করেছেন এবং বলেছেন, অতিভোজন নহসত। (অর্থাৎ যে ব্যক্তি অধিক খায় তার সঙ্গে (অতিভোজনের) এমন আপদ লেগে আছে যে, সব জায়গাতেই এর কারণে তার কষ্ট হবে এবং মানুষও তাকে ভালো চোখে দেখবে না।)<sup>২৪</sup>

২৫. রাসূলে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন আঙুলে খানা খেতেন এবং হাত মোছার পূর্বে আঙুল চেটে নিতেন।<sup>২৫</sup>

২১. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৩২০

২২. শারহুস সুন্নাহ, হাদীস নং ২৮১৫

২৩. সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৩৮৪৪

২৪. বায়হাকী : শুআবুল ঈমান, হাদীস নং ৫২৭৩

২৫. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২০৩২

২৬. খাবার অত্যধিক গরম হলে কিছুক্ষণ তা ঢেকে রাখো। যাতে ভাপের তীব্রতা চলে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বরকতের পক্ষে এটা বড় সহায়ক।<sup>২৬</sup>
২৭. হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন— আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি তিনি উভয় হাঁটু তুলে বসে খেজুর ভক্ষণ করেছেন।<sup>২৭</sup>  
(উভয় পায়ের গোছাকে দাঁড় রেখে পায়ের পাতার ওপর ভর করে বসাকে ‘হাঁটু তুলে বসা’ বলা হয়।)
২৮. একবার খাবারের মজলিসে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা বেড়ে গেলে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোজানু হয়ে বসে পড়েন। (কেননা এতে বিনয়প্রদর্শনও রয়েছে এবং মজলিসীদের সুবিধা বিবেচনাও।) এতে করে সকলের জন্য স্থান সংকুলান হয়ে গেল।<sup>২৮</sup>
২৯. দস্তরখান ওঠানোর পূর্বে নিজে ওঠো না।
৩০. অন্যের সঙ্গে খাবার খেতে বসলে যতক্ষণ সে খাবার চালিয়ে যায় ততক্ষণ নিজের হাত গুটাবে না, যদিও তোমার পেট ভরে যায়। এটা এজন্য, যাতে তার খাদ্রহণে সংকোচবোধ না হয়। যদি একান্ত তার আগে শেষ করতেই চাও, তবে তাকে বলে ওজর পেশ করে দাও। (তারপর উঠ।)<sup>২৯</sup>
৩১. মশকে মুখ লাগিয়ে পান করবে না।<sup>৩০</sup>
৩২. পাত্রে শ্বাস নেবে না এবং ফেলবেও না।<sup>৩১</sup>

---

২৬. সুনানে দারেমী, হাদীস নং ২০৯১

২৭. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২০৪৪

২৮. সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৩৭৭৩

২৯. সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৩২৯৫; বায়হাকী : শুআবুল ঈমান, হাদীস নং ৫৪৭৭

৩০. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৬২৭

৩১. জামে তিরমিযী, হাদীস নং ১৮৮৮

৩৩. দাঁড়িয়ে পান করো না।<sup>৩২</sup>  
(যমযম ও ওয়ূর উচ্ছিষ্ট পানি এর ব্যতিক্রম।)
৩৪. পাত্রের ফাটা বা ভাঙ্গা স্থানে মুখ রেখে পান করো না।<sup>৩৩</sup>
৩৫. আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেলান দিয়ে খেতেন না।<sup>৩৪</sup>  
(কেননা তা অহংকারমূলক আচরণ।)
৩৬. নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কোনো খাবারের খুঁত ধরেননি। মনে সেই খাবারের প্রতি আগ্রহ পেয়েছেন তো খেয়েছেন, আগ্রহবোধ করেননি তো খাননি।<sup>৩৫</sup>
৩৭. হযরত হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সোনা-রূপার পাত্রে পানাহার থেকে বারণ করেছেন।<sup>৩৬</sup>

\* \* \*

- 
৩২. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২০২৬  
৩৩. সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৩৭২২  
৩৪. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৩৯৮  
৩৫. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৫৬৩  
৩৬. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৬৩২; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২০৬৭